দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JUL 1994
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫-৬

৬
106

নিরাপত্তার অভাবে পোগোজ স্কুল বন্ধ

জগন্নাথ কলেজে উত্তেজনাঃ গুলিবিদ্ধ কিশোরের মৃত্যু

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে গতকালও উত্তেজনা বিরাজ করে। বিবাদমান দু'টি ছাত্র সংগঠন মিছিল-পাল্টা মিছিল করলে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে গতকাল কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কলেজের ছাত্রাবাস এলাকায় পুলিশ প্রহরা রয়েছে।

এদিকে মঙ্গলবার রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বন্দুকযুদ্ধের সময় গুলিবিদ্ধ আবদুর রহিম (১০) বুধবার শেষ রাতে ঢাকা মেডিক্যালে মারা গেছে। সে ডাঃ মিলন হলের ডাইনিং হলে কাজ করত। ময়না তদন্তের জন্য তার লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যালে চিকিৎ-সাধীন অপর পাঁচজনের অবস্থা উন্নতির দিকে। এদের সকলেই গুলিবিদ্ধ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিবাদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে এলাকাবাসীরা বিপন্ন বোধ করছেন। কলেজের ছাত্রাবাসের দখল নিয়ে বুধবার সারাদিন ধরে দুটি ছাত্র সংগঠন সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে পথচারীসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এর আগে ১৫ই জুন রাতে কলেজ ক্যাম্পাসে দুই দল ছাত্রের সংঘর্ষে দুই-জন ছাত্র নিহত হন। আহত হন সাতজন পুলিশসহ ৭০ জন ছাত্র। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। ছাত্রাবাসও বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি ছাত্রাবাসের দখল নিয়ে মঙ্গলবার রাতে বিবাদমান ছাত্র সংগঠন দু'টি আবার সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এ সংঘর্ষের ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

পোগোজ স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় স্কুল ৮ই জুলাই পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রাবাসে সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে সৃষ্ট উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষকদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে গতকাল এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া সাপেক্ষে স্কুল ৯ই জুলাই থেকে খুলবে।

আবদুর রহিম —দৈনিক বাংলা

বুধবারের সংঘর্ষের জন্যে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (আ-অ) পরস্পরকে দায়ী করেছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

জগন্নাথ কলেজে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে। ছাত্রদল, অভিযোগ করেছে যে, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী 'মুজিববাদী চক্র' প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছেনা।

ছাত্রদল কলেজ শাখা গতকাল কলেজ গেটে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এর আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ছাত্রদল কলেজ শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনু-ষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ ইসহাক, সাগীর আহমদ, রফিকুল ইস-লাম কাজল, কাজী কাইয়ুম প্রমুখ।

বক্তাগণ অভিযোগ করেন যে, ছাত্রদল কলেজ শাখার নেতা মনিরুজ্জামান মনি-রের হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। সভায় অবিলম্বে কলেজ খুলে দেয়া এবং আহত ছাত্রদের সুচিকিৎসার জন্যে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানানো হয়। তবে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, কলেজ খোলার আগে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ও মনির হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে ছাত্রলীগ (আ-অ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে ছাত্রদলকে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহবান জানানো হয়।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় : সাগীর আহমদ, ইসহাক ও কাজলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী গ্রুপ কলেজ ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। পুলিশের সামনে শহীদ ডাঃ মিলন ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীদের কক্ষ ভেঙে বই, কাপড়, বিছানাপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলেজের উত্তর দিকের গেট ইট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। অথচ এই গেট দিয়ে ১৪টি মহল্লার ছাত্ররা পোগোজ স্কুলে যাতায়াত করে। বিবৃতিতে কলেজের ছাত্র এবং পোগোজ স্কুলের ছাত্রদের যাতায়াত সুবিধার জন্য উত্তর দিকের গেটে দেয়াল তৈরী করা থেকে বিরত থাকার আহবান জানানো হয়।

ছাত্রলীগ (আ-অ) কলেজ শাখার এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন : হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন, এমরান চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আহমেদ, টুলু বিশ্বাস, দেবাশীষ বিশ্বাস প্রমুখ।